অভিনন্দন বার্তা

অনেক প্রতীক্ষার পর শত বৎসর পার হয়ে ফেণী জেলার অন্তর্গত মুন্সিরহাটে আমাদের **''আলী আজম স্কুল''** এর শতবর্ষ উদযাপন হতে যাচ্ছে। এই শুভ ক্ষনে সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা ও প্রানঢালা অভিনন্দন। এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠের শতবর্ষ উদযাপনের আয়োজক কমিটির আহবায়ক করায় সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ঐতিহ্যবাহী ফেণী জেলার পুরনো বিদ্যালয় গুলোর মধ্যে এর অবস্থান শীর্ষে। আমি সকলের প্রতি অনুরোধ করছি এই শতবর্ষ অনুষ্ঠানটি সকল বিতর্ক ও রাজনীতির উর্ধে রেখে উদযাপন করার জন্য। শত বছর ধরে এ স্কুলটি তার অঙ্গীকার পূরনে শতভাগই সফল হয়েছে বলে আমি মনে করি। এখই তার কিছুটা ঋন শোধ করার সময় এসেছে তাই সকল বিতর্কের উর্ধে আসুন আমরা সকলে কাধেঁ কাঁধ মিলিয়ে এই আয়োজনে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলি **''শতবর্ষ উদযাপন সবাই মিলে করবো এবার সমাপন''**।

এ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা দানবীর, বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী মরহুম খান সাহেব আহম্মদ আজম চৌধুরী সাহেব ও পরবর্তীতে এই বিদ্যালয়ের উন্নয়ন মূলক কার্যক্রমে ও সার্বিক সহযোগিতায় যারা অংশ গ্রহন করেছেন এবং পরলোকগমন করেছেন আমি তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করছি। আর যারা এখনও আমাদের মাঝে আছেন আমি তাদের নেক ও সুস্থ হায়াত কামনা করছি।

এ বিদ্যালয়ে শতবছর ধরে মানুষ গড়ার কারিগর হয়ে যাদের নিরলস প্রচেষ্টায় অগণিত শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করেছেন এবং সমাজে মাথা উঁচু করে দাড়াবার সুযোগ করে দিয়েছেন আমি সেই শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরুজনের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

শতবর্ষ উদযাপনে যারা মেধা, শ্রম ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করছেন, আমি তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সেসঙ্গে প্রাক্তন-বর্তমান সকল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক, কর্মচারী এবং বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের প্রতি রইল আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হউক ।।

শতবর্ষ উদযাপনে সকলের একান্ত সহযোগিতা কামনা করছি।

আলহাজ্ব শেখ আবদুল্লাহ

আহবায়ক

আলী আজম স্কুল শতবর্ষ উদযাপন কমিটি